দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 17 JAN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ২ ...

বেসরকারি স্কুলে বেতন বৃদ্ধি

রাজধানীসহ সমগ্র দেশে বেসরকারি স্কুলে ভর্তি ফি ও বেতন বৃদ্ধির খবর ছাপা হইয়াছে একাধিক দৈনিকে। ভর্তির সময়টিতে প্রতি বৎসরই কমবেশি বাড়তি বেতন-ফি আদায়ের নৈরাজ্য দেখা যায়। এইবারও ব্যতিক্রম হয় নাই, সরকারি চাকুরী খাতে নূতন বেতন-কাঠামোর অজুহাতে এই নৈরাজ্য বরং ব্যাপকতা পাইয়াছে। কেহ ভর্তির সময় উন্নয়ন ফি বেশি আদায় করিতেছে, কেহ বেতন দ্বিগুণ করিয়াছে। বেতন-ফি বৃদ্ধিকারী স্কুলগুলির দাবি, বেসরকারি স্কুলে ৭০ ভাগের বেশি শিক্ষক চুক্তিভিত্তিক। অর্থাৎ তাহারা সরকারি কোনো সুবিধা পান না। স্কুলের নিজস্ব তহবিল হইতে এই শিক্ষকদের এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের ন্যায় বেতন-ভাতা প্রদান করিতে হয়। কখনও বেশিও দিতে হয়। এইজন্য স্কুলের শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন-ভাতা খরচ বাড়িয়াছে প্রায় দ্বিগুণ। তাই, নূতন বেতন স্কেল ঘোষণার পরে শিক্ষক কর্মকর্তাদের বেতন পুনর্বিন্যাসের জন্যই বৎসরের শুরুতে ফি ও বেতন বাড়াইয়া দিয়াছে প্রায় সকল নামি বেসরকারি স্কুল। তবে স্কুল কর্তৃপক্ষের দাবি মানিতে নারাজ অভিভাবকগণ। তাহারা বলিতেছেন, বেতন-কাঠামোর অজুহাতে ৭০-১০০% বেতনসহ অন্যান্য ভাতা বাড়াইয়াছে স্কুলগুলি। অথচ, নন-এমপিও শিক্ষকদের বেতন দ্বিগুণ করিতে চাহিলে শিক্ষার্থীদের মাসিক বেতন ১৫-২০ ভাগ বৃদ্ধি করিলেই চলে। তাই আন্দোলনে নামিয়াছেন অভিভাবকরা। পালন করিতেছেন নানা কর্মসূচি। ইতোমধ্যে, এই বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা চাহিয়া এবং বড় স্কুলগুলিতে হঠাৎ করিয়া বেতন বৃদ্ধির বিষয়ে করণীয় জানিতে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে চিঠিও দিয়াছে।

প্রতিযোগিতামূলক উদারনৈতিক অর্থনীতির যুগে সাধারণভাবে শিক্ষাকেও যেহেতু পণ্য হিসাবে গণ্য হইতেছে, বেসরকারি স্কুলগুলি পরিচালন-ব্যয় ও বাজারচাহিদা মোতাবেক তাহাদের সেবার মূল্য বাড়াইতেই পারে। কিন্তু তাহারও নীতিগ্রাহ্য সীমা আছে। সেবাগ্রহীতাদের অধিকারের বিষয়টিও দেখিতে হইবে। সেই কারণে, নূতন শিক্ষাবর্ষ সামনে রাখিয়া গত নভেম্বরেই বেসরকারি মাধ্যমিক-নিম্ন মাধ্যমিক ও সংযুক্ত প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থী ভর্তি নীতিমালা প্রণয়ন করিয়াছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। কোন্ শ্রেণিতে কীভাবে শিক্ষার্থী ভর্তি হইবে এবং কোন্ ক্ষেত্রে ভর্তি ফি কতো হইবে তাহাও ঠিক করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বলা হইয়াছে, ঢাকা মহানগর এলাকায় অবস্থিত এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ভর্তির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ পাঁচ হাজার টাকা, আংশিক এমপিওভুক্ত এবং এমপিও বহির্ভূত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সর্বোচ্চ আট হাজার এবং ইংরেজি ভার্সনে ১০ হাজার টাকা নেওয়া যাইবে। উন্নয়ন খাতে কোনো প্রতিষ্ঠান তিন হাজার টাকার বেশি আদায় করিতে পারিবে না, ইত্যাদি। ঢাকা মহানগরীসহ সমগ্র দেশের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী ভর্তি কার্যক্রম চলিবার কথা এই নীতিমালা অনুসারে।

কিন্তু বাস্তবে দেখা যাইতেছে, প্রতিষ্ঠানগুলি নীতিমালা মানিতেছে না। এমনকি পাবলিক পরীক্ষাগুলিতে, পরীক্ষা ফি শিক্ষাবোর্ড বাঁধিয়া দিলেও অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের ঘটনা ঘটিতেছে। কিন্তু কোথাও কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শাস্তি পাইয়াছে এমন নজির নাই। আর এই সুযোগটিই বারবার গ্রহণ করিয়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি অতিরিক্ত অর্থ আদায় করিতেছে। রাজধানীর নামি-দামি স্কুল হইতে মফস্বলের স্কুল সকলেই শামিল হইয়াছেন বেতন বৃদ্ধির প্রতিযোগিতায়। সরকারের নীতিমালা, মন্ত্রণালয়ের আদেশ-নির্দেশ কোনো কিছুই তাহাদের নিবৃত্ত করিতে পারিতেছে না। গত বৎসর এসএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণ বাবদ নেওয়া অতিরিক্ত ফি ফিরাইয়া দিতে আদালতকে পর্যন্ত নির্দেশ প্রদান করিতে হইয়াছে। এই নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি মোকাবিলায়, আমরা বলিব, একদিকে নীতিমালা যথাযথভাবে পালিত হইতেছে কিনা তাহা দেখিতে কঠোর নজরদারি রাখিতে হইবে। একইভাবে, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের উন্নত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষক-কর্মচারীদের সরকারি বেতন-ভাতার সুবিধায় সমতা আনিয়া শিক্ষার্থীদেরকে যথেচ্ছাচারের হাত হইতে রক্ষা করিতে হইবে।